ঘাটাল মহকুমার দর্পণ

আমাদের মোবাইল অ্যাপ

স্থানীয় সংবাদ

• সমগ্র ঘাটাল মহকুমার বহুল প্রচারিত পাক্ষিক সংবাদপত্র •

বিবাহ রেজিস্ট্রেশন
সমস্ত ধর্মের বিবাহ রেজিস্ট্রেশন করা হয়
ম্যারেজ অফিসার এবং ম্যারেজ রেজিস্ট্রার
পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী
MA, B.Ed (1st Class)
মো: ৯৪৭৪৫৭৪০৭৫
ক্ষীরপাই • পশ্চিম মেদিনীপুর

•বর্ষ: ১০ সংখ্যা: ১৭ •১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ সোমবার • STHANIYA SAMBAD [Fortnightly Newspaper] • মোট ৪ পাতা • ₹ ১

•যোগাযোগ: ৯৯৩৩৯৯৮১৭৭/৯৭৩২৭৩৮০১৫ •ইমেল: ss.ghatal@gmail.com •ওয়েবসাইট: www.ghatal.net • ফেসবুক: www.fb.com/SthaniyaSambad.Ghatal

মর্যাদার সঙ্গে ঘাটালে প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হল

• ঘাটালের মহকুমা শাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায় কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঘাটাল মহকুমায় যথাযথ মর্যাদায় ৭২ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হল। ওই দিন ঘাটাল বিদ্যাসাগর স্কুলের খেলার মাঠে মহকুমা শাসক সৌভিক চট্টোপাধ্যায় জাতীয় পতাকা তোলার পর কুচকাওয়াজের অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং মহকুমাবাসীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সেখানে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ঘাটাল মহকুমার বীর যোদ্ধাদের ভূমিকা এবং বর্তমানে ঘাটাল মহকুমায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিসংখ্যানগুলি তুলে ধরেন। ওই দিন প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ঘাটাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অগ্নিশ্বর চৌধুরী, ঘাটালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট অর্জুন পাল, ঘাটালের বিধায়ক শঙ্কর দোলই, দাসপুরের বিধায়ক মমতা ভুঁইয়া প্রমুখ। অন্যান্য বছরের মতো এবছরও পুলিস, এনসিসি, সিভিক ভলান্টিয়ার সহ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সদস্য সহ মোট ১৪টি প্লাটুন, ব্যান্ড, বেশ কয়েকটা ট্যাবলো কুচকাওয়াজে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য মহকুমার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অগুণিত মানুষও উপস্থিত হয়েছিলেন।

ছিনতাই: মহিলারা রাস্তায় বেরোতে ভয় পাচ্ছেন

সৌমেন মিশ্র

•২৬ জানুয়ারি দাসপুর থানার চাঁদপুরে যে ভাবে ছিনতাই হল তার পর থেকে এই মহকুমার মহিলারা রাস্তায় বের হতে বেশ আতঙ্কিত বোধ করছেন। প্রত্যেক মেয়েই কমবেশি গয়না পরতে পছন্দ করেন। সেটা সোনালি রঙের হোক বা সোনার। মহিলাদের গায়ে সোনালি রঙের গয়না দেখলেই সেগুলিকে সোনা ভেবে ছিনিয়ে নিচ্ছে দুষ্কৃতীরা। তারফলে কারোর বা কান ছিঁড়ে যাচ্ছে, কারোর বা হার চটকে নেওয়ার ফলে গলা জখম হচ্ছে। দাসপুর থানার ওসি অমিত মুখোপাধ্যায় বলেন, ২৬ তারিখে ছিনতাইয়ের ঘটনাটি শুনেছি। তবে ওই বিষয়ে থানায় কোনও লিখিত অভিযোগ আসেনি। আমরা এনিয়ে ঘাটাল-পাঁশকুড়া সড়কে নাকা চেকিঙের ব্যবস্থা করছি।

ওই দিন বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘাটাল শহরের কোন্নগরের বাসিন্দা টুসু কর্মকার তাঁর স্কুটিতে করে দিদি অসীমা দাসকে নিয়ে দাসপুরের রামপুরের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। টুসুদেবী বলেন, একটি বাইকে করে দু'টি যুবক আমাদের কুশপাতা পেট্রল পাম্প থেকে পিছু নেয়। ঘাটাল থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে ঘাটাল-পাঁশকুড়া রাস্তার চাঁদপুরে নির্জন এলাকা পেয়ে আমার সোনার হারটি ছিনিয়ে নেয়। আমরা চিৎকার শুরু করার সঙ্গেসঙ্গে গ্রামীণ একটি রাস্তা দিয়ে তারা পালিয়ে যায়। টুসুদেবী বলেন, এই রকম ব্যস্ত রাস্তার উপর দিন-দুপুরে যদি ছিনতাই হয় তাহলে মেয়েদের তো বাইক বা সাইকেল এমনকী হেঁটেও বাড়ির বাইরে বেরোতে ভয় করবে। কারণ, প্রত্যেক মেয়ের অঙ্গে সোনালি রঙের কোনও না কোনও গয়না থাকেই।

আলোর উপর গবেষণায় আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছেন ঘাটালের নির্মাল্য ঘোষ

দেবাশিস কর্মকার ও তনুপ ঘোষ

•এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও উঠে এল ঘাটালের নাম! আলোর মেরুকরণের মৌলিক ব্যবহারিক গবেষণার উপর আন্তর্জাতিক পুরস্কার পাচ্ছেন ক্ষীরপাই শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ড মালপাড়ার বাসিন্দা নির্মাল্য ঘোষ। আমেরিকার ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর অপটিকস অ্যান্ড ফটোনিকস ২০০৪ সাল থেকে আলোক মেরুকরণের মৌলিক ব্যবহারিক গবেষণার উপর গবেষণার জন্য প্রত্যেক বছর সারা বিশ্বে এক জনকে 'জিজি স্টোক অ্যাওয়ার্ড' দিয়ে থাকে। ক্ষীরপাই শহরের বাসিন্দা ওই গবেষককে ২০২১ সালের 'জিজি স্টোক অ্যাওয়ার্ড' পুরস্কার দেওয়ার কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই ওয়াশিংটনে এক আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের মাধ্যমে তাঁর হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। পদার্থ বিদ্যায় লাইট পোলারাইজেসন তথা আলোর মেরুকরণ বিষয়ের উপর মৌলিক গবেষণা ও পদার্থবিদ্যা এবং চিকিৎসাবিজ্ঞানে তার ব্যবহারিক দিকের বিষয়টিতে অভূতপূর্ব অগ্রগতি আনার জন্য তাঁকে ওই সম্মান দেওয়া হচ্ছে। শুধু বাঙালি হিসেবেই নয়, ভারতীয়দের মধ্যে এই প্রথম কোনও বিজ্ঞানী এই বিরল সম্মান লাভ করলেন।

বর্তমানে নির্মাল্যবাবু কলকাতা আইজারের (ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ) অধ্যাপক। নির্মাল্যবাবু বলেন, আমার দীর্ঘ দিনের গবেষণা সফল হয়েছে তার জন্য ভালো তো লাগছেই। ভারতবাসী হিসেবে প্রথম এই পুরস্কারটি পাওয়ার জন্য আমি আপ্লুত। নির্মাল্যবাবুর এই সাফল্যে গর্বিত ঘাটালবাসীও।

নির্মাল্যবাবুর শৈশব কেটেছে ঘাটালেই। ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাইয়ে তাঁর স্কুলশিক্ষা শেষ করে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে বিএসসি এবং এমএসসি করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে আইআইটি কানপুর থেকে লেজার টেকনোলজিতে এমটেক, ইন্দোর থেকে পিএইচডি করেন। পাশাপাশি দীর্ঘ নয় বছর সায়েন্টিস্ট হিসাবে সেখানে কর্মরত ছিলেন। অন্যদিকে পরে কানাডার টরেন্টো ইউনিভার্সিটি থেকে পোস্ট-ডক্টরেট লাভ করেন। সেখান থেকে দেশে ফিরে এসে কলকাতার আইজার থেকে আলোক বিষয়ে গবেষণার কাজ শুরু করেন। পাশাপাশি 'বায়োন্যাপ' নামের একটি আলোকের জৈবিক এবং ন্যানো টেকনোলজি বিষয়ক গবেষণাগার গড়ে তুলেছেন যেখানে বহু গবেষকরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা চালাচ্ছেন। নির্মাল্যবাবু গত ১০ বছর ধরে ওই গবেষণা সংস্থায় নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন।

কী এই লাইট পোলারাইজেশন? এর উত্তরে নির্মাল্যবাবু জানিয়েছেন, তাঁর গবেষণায় আবিষ্কৃত পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মেরুকৃত আলো পদার্থের উপর ফেলে বিচ্ছুরিত বর্ণালী পর্যবেক্ষণের দ্বারা পদার্থের কম্পোজিশন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। বর্তমানের টেকনোলজি ব্যবহার করে অনেক সময় কোষ বা কোষের ভেতরকার বিষয়গুলো নিখুঁত করে দেখা যায় না। কিন্তু এই আলোর মেরুকরণ পদ্ধতির মধ্যে দিয়ে পদার্থের গঠনগত সেই অজ্ঞাত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়গুলি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা সম্ভব বলে তিনি মত পোষণ করেছেন। তাঁর দাবি, এর ফলে ক্যানসারের মত জটিল রোগেরও চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন কোনও কিনারা করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ তার গবেষণার বিষয় মূলত পদার্থবিদ্যা হলেও এর সুফল চিকিৎসাবিজ্ঞানেও সমান ভাবে মিলবে। এছাড়াও তাঁর গবেষণার অন্য একটি দিক হল ন্যানো টেকনোলজি তথা ন্যানো প্রযুক্তি। আলোক বিষয়ক তাঁর দীর্ঘ

▶৩ পাতায়

সরকারের ট্যাব পেতে ট্যাবের 'ভুয়ো বিল' জোগাড় করতে মরিয়া পড়ুয়ারা

রবীন্দ্র কর্মকার

•অনলাইনে পড়াশোনা করার জন্য রাজ্য সরকার পড়ুয়াদের একটি করে মোবাইল ফোন কিনে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই মোবাইল কেনার ১০ হাজার টাকা পেতে বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরা ভুয়ো বিল সংগ্রহ করার জন্য এদিক-ওদিক ছুটছেন বলে জানা গিয়েছে। একই সঙ্গে জানা গিয়েছে, ঘাটাল মহকুমার বেশ কিছু দোকানদার দুশো-পাঁচশো টাকার বিনিময়ে ভুয়ো বিল তৈরি করে দিচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের ও অভিভাবকদের। ঘাটালের মোবাইল কেয়ার দোকানের কর্ণধার রেজাউল মল্লিক বলেন, আমাদের দোকানেও অনেকে এই ভুয়ো বিল করে দেওবার জন্য আবদার করেছিল, আমরা করে দিইনি। তবে ঘাটাল, দাসপুর, বরদা সহ বেশ কিছু জায়গায় এইভাবে ভুয়ো বিল করে দেওয়া হচ্ছে বলে খবর আছে।

ঘাটাল শহরের কুশপাতার বাসিন্দা অনির্বাণ ঘোষ, পরিতোষ বেরা, সৌম্যদীপ দাসেরা বলেন, সরকার টাকা দিচ্ছে অনলাইনে পড়াশোনা করতে মোবাইল কেনার জন্য। কিন্তু সেই টাকায় মোবাইল না কিনে অনৈতিকভাবে ভুয়ো বিল দাখিল করা হচ্ছে, যা কোনও ভাবেই কাম্য নয়।

রাজ্যের স্কুলগুলিতে উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে দশ হাজার টাকা করে পাঠানো হয়েছে মোবাইল বা ট্যাব কেনার জন্য। সেই টাকায় মোবাইল কিনে রসিদ দেখাবার জন্য শিক্ষকগণ চাপ দিচ্ছেন। লকডাউনের সময় ইতিমধ্যেই বহু ছাত্র-ছাত্রী গাঁটের টাকা খরচ করে নতুন মোবাইল বা ট্যাব কিনে নিয়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই তাদের আর নতুন করে মোবাইল কেনার প্রয়োজন হবে না। তাই যারা ভুয়ো বিল সংগ্রহ করছে তাদের যুক্তি, একই সঙ্গে দু'টি মোবাইলের নেট ও মাসিক রিচার্জের একটা খরচও রয়েছে। অন্যদিকে সেই পুরানো বিল বা ক্যাশ মেমো এখন আর চলবে না। তাই কোনও ভাবে যদি একটা মোবাইল কেনার রসিদ ম্যানেজ করতে পারা যায় তাহলে আগের কেনা মোবাইলের টাকাটা উঠে আসবে। সেজন্যই অনেকেই অল্প কিছু টাকার বিনিময়ে মোবাইল দোকানদারের কাছ থেকে ভুয়ো বিল তৈরি করে স্কুলে জমা দিচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। এবিষয়ে প্রধান শিক্ষকেরা জানান, শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ মতো স্কুলে রসিদ জমা দিলেই তাঁরা ওই টাকা দিয়ে দেবেন। রসিদের সত্যতা যাচাই করতে যাবে না

পূর্ণ কুম্ভমেলা হরিদ্বার-২০২১
স্নানার্থী ভক্তদের সাদর আমন্ত্রণ
শিবির- ৯ মার্চ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত

স্নানের তিথি
•১১ই মার্চ শিবরাত্রি •২৮শে মার্চ দোল পূর্ণিমা •১২ই এপ্রিল সোমাবতী অমাবস্যা •১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ •২৭শে এপ্রিল চৈত্র পূর্ণিমা।

পুরুষ ও মহিলা ভক্তদের জন্য থাকিবার সুব্যবস্থা

যোগাযোগ-6296347564 ।। শাখাবাই কপিল মুনি আশ্রম
বহড়াশোল • চন্দ্রকোণা • পশ্চিম মেদিনীপুর

স্থানীয় সংবাদ

সম্পাদকীয়

বন্ধ শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

মেলা, খেলা, ভোটের প্রচারের জন্য বিপুল জনসমাগম কিছু বাদ নেই করোনা আবহে। সব কিছু চলছে আগের মতো। যেন কিছুই হয়নি। শুধু বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। করোনার কোপ যেন সবচেয়ে বেশি পড়ল ছাত্রছাত্রীদের ওপর। ১০ মাসের ওপর বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি। এর মধ্যেই এসে গিয়েছে নতুন শিক্ষা বর্ষ। পুরোনো শিক্ষা বর্ষের সিলেবাসের অনেক কিছু না শিখে ছাত্র ছাত্রীদের উঠে পড়তে হল নতুন ক্লাসে। এই ১০ মাস ঘরের চার দেওয়ালের একঘেয়ে পরিবেশে ক্রমশ অসহ্য হতে হতে কম বেশি অবসাদের শিকার ছাত্র ছাত্রীরা। স্কুলে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা করে ছেলে মেয়েরা একটা সুন্দর কম্পিটিশনের পরিবেশ পেত। সেটা আর নেই। করোনা আবহে সেই যে বন্ধ হল স্কুল, সেই থেকেই বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীদের পড়ার প্রতি অনীহা শুরু হল।

পুরোনো সিলেবাসের সঙ্গে সেভাবে পরিচিত না হওয়া এবং সেভাবে পুরোনো সিলেবাসের কিছু না জেনেই নতুন ক্লাসে উঠে পড়তে হল। না হল আগের ক্লাসের সিলেবাস জানা আবার না হল নতুন ক্লাসের সিলেবাসের সঙ্গে সেভাবে সখ্যতা। একূল ওকূল দুইই গেল। মেধাবীদের কাছে এই সময়টাই পুরো অভিশাপ। পরীক্ষা ছাড়াই কাঁড়ি কাঁড়ি নম্বর বিতরণে সমস্যা হয়ে গেল তাদের যারা কষ্ট করে এই নাম্বার পেত। মুড়ির যা দাম, সন্দেশেরও তাই দাম। সব কিছু যেখানে স্বাভাবিকভাবেই চলছে সেখানে কেন বন্ধ থাকবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান? কিছু নিয়ম বিধি মেনে খুলে দেওয়া হোক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি।

পাঠকের আঙিনায়

১ টাকার কয়েন

আমাদের এলাকার ইদানিং সমস্যা হল ছোট এক টাকার কয়েনের ব্যবহার নিয়ে। আমাদের ঘাটাল মহকুমার মানুষ কী এক অজানা কারণে এই ছোটো এক টাকার কয়েন অচল বলে নিতেই চাইছে না। অথচ কলকাতার বাজারে দিব্যি চলছে এই একটাকার ছোটো কয়েন। কেন মানুষ এই টাকার কয়েন নিতে চাইছে না, এই ছোটো কয়েনগুলো কী করে খরচ করা হবে তা নিয়ে বেশ সমস্যায় ঘাটাল মহকুমার মানুষ। দোকানে,হাটে-বাজারে,বাসে-ট্যাক্সিতে ছোট এক টাকার কয়েন দিতে গেলে আমজনতাকে পড়তে হচ্ছে চরম সংকটের মুখে। বিক্রেতারা স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছেন- ছোট এক টাকার কয়েন নেব না। কলকাতায় এই ছোটো কয়েনের যথেষ্ট ব্যবহার থাকলেও আমাদের গ্রামাঞ্চলে এটা একটা চরম সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই ছোটো কয়েন বাজার -হাটে, যান-বাহনে আমাদের নিতে হচ্ছে অথচ আমরা এই খুচরো দিতে গেলে কেউই তা নিতে চাইছেন না।

সরকারি ভাবে এই এক টাকার ছোটো কয়েন অচল নয়। তাই আইনত কেউ এই টাকা নিতে অস্বীকার করতে পারেন না। যেহেতু ব্যাংক সূত্রে কোন খবর নেই তাই সাধারণ মানুষ,দোকানদার বা ব্যবসায়ীরা এই কয়েন নেবার বিষয়টি অস্বীকার করতে পারেন না। তাই এ ব্যাপারটি নিয়ে প্রশাসনেরও একটু খতিয়ে দেখা প্রয়োজন।

—রীতা হাজরা,
রামনগর•দাসপুর•পশ্চিম মেদিনীপুর

মনশুকার ব্রিজ: কথা দিয়ে কথা রাখলেন মন্ত্রী

মনসারাম কর

•ঘাটালের ঝুমি নদীর উপর ব্রিজ নির্মাণ হোক চেয়েছিলেন ঘাটাল ও হুগলি জেলার হাজার হাজার মানুষ। দেরিতে হলেও ২২ জানুয়ারি সেই ব্রিজের শিলান্যাস করলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। শিলান্যাসের পর খুশির হাওয়া সকলের মধ্যে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায় এক বছর আগে ৪ জানুয়ারি বীরসিংহ বিদ্যাসাগর মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে মনশুকা পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে এখানকার মানুষের দৈনন্দিন পথ চলা কতটা সংগ্রামের। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছিলেন, চেষ্টা করবেন অর্থ দপ্তর ও মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে ব্রিজটি নির্মাণ করার। কথা দেওয়ার ঠিক একবছরের মাথায় অর্থদপ্তরের অনুমোদন সহ যাবতীয় চুক্তি প্রক্রিয়া শেষ করে ব্রিজের শিলান্যাস করলেন তিনি। তাঁর দেওয়া কথা বাস্তবায়িত হল বলেই মনে করছেন ঘাটালের একাংশ। যদিও ওই ব্রিজ তৈরির প্রথম টেন্ডারে তিন জন অংশগ্রহণ করেননি বলে সেটি বাতিল হয়েছে। অর্থ দপ্তর যখন টাকা বরাদ্দ করেছে তাই এই টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ হয়ে ব্রিজ হবেই।

ঘাটালের মানুষ চাইছেন মন্ত্রী-সাংসদ-বিধায়ক থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধিরা মঞ্চে দাঁড়িয়ে বা প্রকাশ্য জনসভায় যা ভাষণ দেন বা সাধারণ মানুষকে যা প্রতিশ্রুতি দেন তা বাস্তবায়িত হোক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। শুধু হাতের তালি পেতে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি নয়, বাস্তবে রুপায়ণ করতে হবে তাঁদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি। এই সুরে সুর মিলিয়েছেন ঘাটালের বেকার যুবক থেকে শুরু করে শিক্ষাবিদদের একাংশ।

এই নিয়ে ঘাটালের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. শান্তনু বেরা বলেন, দেওয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না হলে জনপ্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষের কাছে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা হারাবেন। জনপ্রতিনিধিদের কাছ থেকে মানুষ ভুয়ো প্রতিশ্রুতি আশা করেন না।

'...সেই ১০ লক্ষের এক টাকাও দাসপুরের ওই স্কুল এখনও পায়নি। ...ঘাটালে ওই বিধায়ক এখন ওই স্কুলকে বলছেন, মঞ্চে বক্তব্য দেওয়ার সময় ওই ধরনের অনেক কথাই বলতে হয়। সব কথাই যে রাখতে হবে তার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই...'

নেতারা কথা দিয়ে যে কথা রাখেন না তার বহু উদাহরণের মধ্যে একটা তুলে ধরা যাক। ২০১৪-'১৫আর্থিক বছরে দাসপুর-১ ব্লকের এক স্কুলের অনুষ্ঠানে ঘাটাল মহকুমার এক বিধায়ক বক্তব্য রাখতে গিয়ে ঘোষণা করেছিলেন, স্কুলের উন্নয়নের জন্য বিধায়ক তহবিল থেকে পাঁচ লক্ষ টাকা দেবেন। সেই সঙ্গে সাংসদ তহবিল থেকেও পাঁচ লক্ষ টাকা স্কুলকে পাইয়ে দেবেন। সেই ১০ লক্ষের এক টাকাও এখনও স্কুল পায়নি। সম্প্রতি স্কুলের কর্মকর্তারা ওই বিধায়কের সঙ্গে দেখা করতে বিষয়টি জানতে চাইলে, 'দোর্দণ্ড প্রতাপ' ওই বিধায়ক রক্তচক্ষু দেখিয়ে তাঁদের জানিয়ে দেন, মঞ্চে বক্তব্য দেওয়ার সময় ওই ধরনের অনেক কথাই বলতে হয়। সব কথাই যে রাখতে হবে তার কোনও বাধ্যবাধকতা নেই।

এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে। ঘাটাল মহকুমা জুড়ে সময়ে সময়ে জনপ্রতিনিধিদের মুখে অনেক ঘোষণা শোনা গেছে যা আজও কেবলমাত্র ঘোষণাই থেকে গেছে। শুধু তাই নয়, নির্বাচিত প্রতিনিধিরা প্রশাসনিক চেয়ারে বসার পর সাধারণ মানুষ তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা দাবি-দাওয়া অভাব-অভিযোগ নিয়ে সেখানে যান। অনেক সময় গিয়ে কাজ হয় আবার অনেক সময় মিথ্যা আশ্বাস শুনেই বাড়ি ফিরতে হয়। এক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের মুখে শোনা যায়, 'দেখছি, করে দেব, হয়ে যাবে' প্রভৃতি। বাম থেকে ডান সব আমলেই এই উদাহরণ রয়েছে ভুরি ভুরি। রাজনৈতিক মহলের মতে, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাৎক্ষণিক প্রশংসা কুড়ানো রাজনৈতিক নেতৃত্বদের একটা পরম্পরা হয়ে দাঁড়িয়েছে, কথা মত কাজ না হলে নেতৃত্বের জনপ্রিয়তা যে তলানিতে পৌঁছায় তা মাথায় রাখেন না অনেকেই। দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করা উচিৎ সকলেরই, রাজনৈতিক ক্ষেত্র ছাড়াও এটা সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

পলাশপাই খাল ও চেঁচুয়ার হাট: আরও নতুন সত্যের উদঘাটন

দুর্গাপদ ঘাঁটি

•'History' শব্দটি গ্রিক শব্দ 'Historia' থেকে এসেছে। যার অর্থ অনুসন্ধান, গবেষণা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করে অনুসন্ধান করা। কিন্তু নিরপেক্ষতার একটি চরম দিক ইতিহাসকে আয়নার মত সত্যে উদ্ভাসিত করা এক কাজ, আর নিরপেক্ষতার মুখোশ পরে তথ্য বিকৃত করে প্রকৃত সত্যকে ভবিষ্যতের আয়নায় জনমানসে পৌঁছাতে না দেওয়া এক চরম অপরাধ। এভাবে যুগে যুগে অনেক সত্যকে চাপা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'History repeats itself' প্রকৃত ইতিহাস ফিরে ফিরে আসেই। তেমনি চেঁচুয়ার হাট এবং পলাশপাই খালের যেসব ইতিহাস চাপা পড়ে গিয়েছে তা ধীরে ধীরে উদঘাটিত হবেই।

মেদিনীপুর জেলার প্রাচীন চেঁচুয়ার হাট বাংলার শিল্প, সাহিত্য, কৃষি, শিক্ষা, বাণিজ্য ও দুর্বার আন্দোলনে প্রাচীন সভ্যতার সাক্ষ্য বহন করে। বর্তমান যে সব শহরগুলো গড়ে উঠেছে এবং বাণিজ্য, শিক্ষায়, সভ্যতায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে পূর্বে কিন্তু অনেক অনেক হাট-বাজার সেই ভূমিকা পালন করতো। চেঁচুয়ার হাট তার অন্যতম। প্রায় ৩০০ বছরের লিখিত তথ্য মিললেও প্রকৃতপক্ষে এই হাট আরও প্রাচীন তার অনেক অলিখিত প্রমাণ আছে। বর্তমানে হাটটি যে স্থানে অবস্থান তা কিন্তু আনুমানিক ১২০০ বছর পূর্বে যখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের ঢেউ বাংলায় আছড়ে পড়েছিল তখন হাটটি বসতো বর্তমান অবস্থান থেকে কিছুটা উত্তর পশ্চিমে কাঁসাই নদীর তীরে। এই হাট সংলগ্ন নদী ঘাটটির সঙ্গে তৎকালীন তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে নদী পথে পরিবহণ, প্রচার ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক চলত। পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্যাপক আখ চাষ হওয়ার কারণে দাসপুর থানা ব্যাপী কয়েক'শ আখমাড়াই কল গড়ে উঠেছিল। আর এখান থেকে নদী পথে উৎপাদিত গুড় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি হত, সঙ্গে বাণিজ্যিকভাবে বিড়ি ও সব্জি এবং অন্যান্য খাদ্য দ্রব্যও।

আরও এক গর্বের মেদিনীপুর জেলার প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন রথের মেলাটি হল গোবিন্দ নগর গ্রামের চেঁচুয়ার হাটে রথের মেলা। যা ঘাটাল তথা মেদিনীপুরের সভ্যতা, সংস্কৃতি বিকাশ ও চর্চার পথিকৃত হয়ে আছে।

আরও এক ইতিহাস-পরাধীন ভারতবর্ষের নীল বিদ্রোহের। প্রথম দিকে ভারতবর্ষের নীল চাষে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার ছিল। ১৮৩৩ সালে ব্রিটিশ সনদ আইনের ফলে তাদের একচেটিয়া অধিকার লোপ পায়। ফলে ব্রিটেন থেকে দলে দলে বনিক ভারতবর্ষে আসেন নীল চাষ করিয়ে মুনাফা লুটতে। ফলে চাষের জন্য জমি প্রয়োজন। তাই ভারতীয় কৃষকদের ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতায় জোরপূর্বক দাদন প্রদান করে নীল চাষ করাতে বাধ্য করাতেন। তাই বাংলার অন্যান্য অংশের মতোই চেঁচুয়া হাট সংলগ্ন কৃষককেরাও বাধ্য হয়েছিলেন নীল চাষ করতে। এর ফলে হাট সংলগ্ন বসন্তপুর, জালালপুর ও গৌরাতে রেশম নীলকুটিরও স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৫৯ সালে বর্তমান বাংলাদেশের চাঁদপুরে এক প্রতিবাদী নীল চাষি হাজি মোল্লা প্রথম প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন। তিনি বলেছিলেন নীল চাষ অপেক্ষা ভিক্ষা করা শ্রেয়। তার পর দিক বিদিকে ছড়িয়ে পড়ে নীল চাষ বিরোধী আন্দোলন। সেই আন্দোলনের ঢেউ চেঁচুয়া হাট ও তার সংলগ্ন এলাকাতেও পড়ে। এথেকে বোঝা যায় ১৯৩০এ চেঁচুয়া হাটের স্বদেশী আন্দোলনের আগেও এখানে এমন প্রতিবাদের সংগ্রামী মাটি তৈরি হয়েগিয়েছিল।

এবার আলোচ্য পলাশপাই খাল। ভারতের আরও এক বৃহত্তর স্বাধীনতা আন্দোলনের বুড়িবালাম! মেদিনীপুরের ইতিহাসের পাতায় এক উজ্জ্বল নাম। পরতে-পরতে ইতিহাস। এই খালের নাম বাদ দিলে মেদিনীপুর জেলার সভ্যতা ও তাম্রলিপ্ত বন্দরের সঙ্গে প্রাচীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক, সর্বোপরি মেদিনীপুর জেলার স্বাধীনতা আন্দোলনের বৃহত্তম ইতিহাসের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ খালটি যে অতি প্রাচীন তা সম্প্রতি ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের পরিকল্পনা মাফিক সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় প্রায় হাজার বছর পূর্বের প্রাচীন আদলে তৈরি এক বিশালাকার নৌকার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। যখন নাব্যতা ছিল এই খাল পথে শ্যামগঞ্জ হয়ে রূপনারায়ণ নদের মাধ্যমে যোগাযোগ ও মালপত্র পরিবহনের কাজ চলত।

ব্রিটিশ শাসনকালে দাসপুর থানার রাস্তাগুলি কোনও পরিকল্পনা মাফিক না হওয়ায় এবং বন-জঙ্গলে পরিপূর্ণ থাকায় ব্রিটিশ শাসক ও আধিকারিকরা এই খালের মাধ্যমে যাতায়াত করতেন। তাঁদের নির্মিত আজুড়িয়া ও দুঃশাসপুর ডাকবাংলোগুলি পলাশপাই খাল ও কাঁসাই নদীর তীরে। তাঁরা কোলাঘাট থেকে এই খালের মধ্য দিয়ে বজরায় এই বাংলোতে আসতেন ও তাঁদের প্রশাসনিক কাজকর্ম ও বিশ্রামের জন্য ব্যবহার করতেন।

যাই হোক পলাশপাই খালকে ভারতের আর এক বৃহত্তম ইতিহাসের বুড়ি-বালাম বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। কয়েকটি ইতিহাস টানলে তা পরিষ্কার হয়ে যায়। ১৯৩০ সালের ৩ জুন ও ৬ জুন চেঁচুয়ার হাটের উত্তর পূর্ব দিকে এই পলাশপাই খালে ও এর দুই দিকে বাঁধ বরাবর যে ইতিহাস ঘটে গিয়েছে তা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গর্বিত করেছে। এই খালের তীরেই ইংরেজ সিপাহিদের গুলিতে ১৪ জন বীর সংগ্রামী শহিদ হয়েছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশ্বাস ঘাতকদের সংখ্যাও তো কম ছিলো না! স্বদেশীদের গোপন আস্তানা চককিশোর, শ্যামগঞ্জ, চেঁচুয়া হাট ও তেমুহানী ঘাটের আন্দোলনের সমস্ত খবর তৎকালীন দাসপুর থানার মধ্যে বেশ কিছু ব্যাবসায়ী গোপনে ব্রিটিশ পুলিশের কাছে পাঠাত। আর তাই পুলিশ যখন পৌঁছত, তৎক্ষণাৎ স্বদেশীরা এই মেদিনীপুর জেলার বুড়ি-বালাম অর্থাৎ পলাশপাই খালের তীরে ঝোপঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিতেন। এই খাল তাঁদের মাতৃস্নেহে রক্ষা করত কিন্তু বিশ্বাসঘাতকরা সেখানেও তাঁদের বিশ্রী হাতটাও গলিয়ে ছাড়ত। এভাবে তাঁদের ষড়যন্ত্রে বেশ কয়েকবার স্বদেশীরা গ্রেফতারও হয়েছিলেন।

এমন অনেক চাঞ্চল্যকর ইতিহাস লুকিয়ে আছে সেগুলি ধীরে ধীরে এক দিন প্রকাশ পাবেই।

•**প্রাবন্ধিক পরিচিতি:** ঘাটাল মহকুমা নাট্য ও মূকাভিনয় আকাদেমির সম্পাদক। বাড়ি দাসপুর থানার গৌরা গোবিন্দনগরে। মো: ৯৪৩৪৬৬৪০৪৪

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হলেন ঘাটালের ভূমিপুত্র ড. স্বরূপ চক্রবর্তী

সৌমিত্র রায়

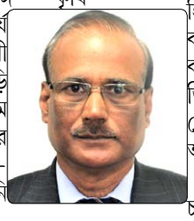

•২০ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হলেন কৃষি-বিজ্ঞানী ড. স্বরূপ চক্রবর্তী। তাঁর বাড়ি ঘাটাল মহকুমার বীরসিংহ গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপীনাথপুর গ্রামে। ভারতবর্ষের কৃষি-বিজ্ঞানের ইতিহাসে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

১৯৭৬ সালে বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় থেকে কৃষি বিভাগে উচ্চমাধ্যমিকে রাজ্যের মধ্যে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। ১৯৭৬-১৯৮১ বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী থেকে গ্র্যাজুয়েট হন। মাস্টার্স ডিগ্রি এবং পিএইচডি করেন দিল্লির ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইন্সটিটিউট থেকে। এগ্রিকালচারাল রিসার্চ সার্ভিসে সফল হয়ে ১৯৮৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর কৃষি-বিজ্ঞানী হিসেবে সেন্ট্রাল পোটাটো রিসার্চ ইন্সটিটিউটে যোগ দেন। ওই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। কেরালার ত্রিবান্দামে সেন্ট্রাল টিউবার ক্রপস রিসার্চ ইন্সটিটিউটে ডিরেক্টর হিসেবে দীর্ঘ কর্মজীবনের বেশ কয়েকটি বছর কাটিয়েছেন। কর্মজীবনের শেষ পাঁচ বছর ডিরেক্টর হিসেবে ছিলেন সেন্ট্রাল পোটাটো রিসার্চ ইন্সটিটিউটে। অবসর নেন ২০২০সালে।

স্বরূপবাবুর বাবা গঙ্গেশ চক্রবর্তী সামান্য কিছু নিজস্ব কৃষি জমিতে চাষবাসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মা গঙ্গা চক্রবর্তী ছিলেন গৃহবধূ। গ্রামের এক কৃষিজীবী পরিবারের কৃতি সন্তান ভারতের কৃষি-বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে আজ উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিযুক্ত হওয়ায় গ্রামবাসী তথা ঘাটাল মহকুমাবাসীরা গর্বিত।

স্বরূপবাবুর স্ত্রী সিমলার লরেটো কনভেন্ট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। দু'মেয়ের একজন কলকাতা মিউনিসিপ্যালিটিতে ফুড সেফটি আধিকারিক হিসেবে কর্মরত। ছোট মেয়ে বি.টেক ছাত্রী।

দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ সংরক্ষণে নজর কেড়েছে মাংরুলের বায়ো ডাইভারসিটি পার্ক

অরুণাভ বেরা

•বায়ো ডাইভারসিটি অর্থাৎ জীব-বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে। পরিবেশ দূষণের ফলে জীব বৈচিত্র্য কমে যাওয়ার ফলে তার প্রভাব পরিবেশের ওপর পড়ছে। এই জীব বৈচিত্র্য রক্ষা করার উদ্যোগ নিয়েছে মাংরুল গ্রাম পঞ্চায়েতের বায়ো ডাইভারসিটি পার্ক। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুড়শুড়িতে গ্রামীণ পরিবেশে চোখজুড়ানো জীব-বৈচিত্র্য পার্কটি অবশ্যই তারিফ করার মতো।

বায়ো ডাইভারসিটি পার্কটির উদ্বোধন হয় ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে। উদ্বোধন করেন জেলাশাসক ড. রশ্মি কমল। বেশ কিছু গাছ যেগুলো হারিয়ে যেতে বসেছে অর্থাৎ বিলুপ্তপ্রায় উদ্ভিদ প্রজাতির গাছগুলি এখানে সংরক্ষিত হয়েছে।

ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ৮৭ বিঘা জমির উপরে পার্কটি তৈরি হয়েছে। প্রায় দেড়শর কাছাকাছি ভেষজ উদ্ভিদ পার্কে আছে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য। এছাড়াও বিভিন্ন ফুল এবং ফলের গাছ আছে। আগামী কয়েক মাসের মধ্যে কিছু প্রাণীকে ডাইভারসিটি পার্কে আনা হবে। প্রতিদিন অনেক মানুষের ভিড় জমাচ্ছেন এই পার্ক দেখার জন্য।

পার্কের অন্যতম তত্ত্বাবধায়ক মলয় ঘোষ বলেন, পিকনিক করার ব্যবস্থা আছে কিন্তু অন্যতম শর্ত হলো পরিবেশ সুরক্ষিত রেখে পিকনিক করতে হবে। এছাড়াও আছে বোটিং এর ব্যবস্থা। পরবর্তীকালে আরও কিছু দুষ্প্রাপ্য উদ্ভিদ আনা হবে বলে এই পার্কের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

হনুমান শুশ্রূষা: মানবিকতা নাকি শুধুই ভক্তি?

সুইটি রায়

•মানবিকতা এমন একটি গুণ যা শুধুমাত্র জগতের শ্রেষ্ঠ প্রাণী মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষই একমাত্র প্রাণী যারা নিজের জন্য এবং একে অন্যের জন্য কিছু চিন্তা করার ক্ষমতা রাখে। নিজের ভালো মন্দের সাথে খেয়াল রাখতে পারে অন্যের ভালো খারাপের আর সম্প্রতি এই অন্যের প্রতি খেয়াল রাখার নিদর্শন খুব বেশিই পাওয়া যাচ্ছে। তাদের ভালোবাসা,ভাবনা চিন্তা আর দয়ার পরিসর স্বজাতিকে ছাড়িয়ে বিস্তার লাভ করেছে মনুষ্যেতর প্রাণীর জগতেও।

আমাদের মহকুমাতেও গত কিছুদিনের মধ্যেই তার বেশ কয়েকটি নিদর্শন আমরা দেখেছি। কখনো একটি প্রাণীর অসুস্থতাকে কেন্দ্র করে তার শুশ্রূষা ও তার জন্য প্রার্থনা করতে ঢল নামে মানুষের, আবার কখনও ওই প্রজাতির প্রাণীরই মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চলে শোকপালন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ও ভোজের ব্যবস্থা। সত্যিই আমরা কি অদ্ভুত! তাই না? খুঁজলে হয়তো এটাও দেখা যাবে যে এই সমস্ত কাজের উদ্যোক্তাদের বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা মা হয় অভুক্ত, আর নাহয় হাত পুড়িয়ে রান্না করে খান অথবা পাঁচ ভাইয়ের সংসারের ভাগের বাবা মা। তাঁদের জন্য চোখে এতটুকুও জল আসে না কিন্তু পশুপ্রেম যোলো আনা। তবে সব প্রাণীর প্রতি এত ভালোবাসা না থাকলেও বিশেষ এক প্রাণীর প্রতি মানবিকতা একটু বেশিই। হ্যাঁ ঠিক ধরেছেন , হনুমানের কথাই বলছি। অন্য সমস্ত প্রাণীকুলের প্রতি অত দরদ না থাকলেও এই বিশেষ প্রাণীটিকে নিয়ে মনুষ্যজাতির দরদ ও ভালোবাসা যেন চিরকালীন। অবশ্য এর কারণ বলা মুস্কিল। এরকম হতে পারে মানুষের পূর্বপুরুষ হিসেবে তার প্রতি এই অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন অথবা হিন্দু দেবতার ভক্ত হিসেবে।

যেখানে দুর্ঘটনার কবলে পড়া মানুষকে হাসপাতালে নিয়ে না গিয়ে ভদ্র জনগণ ঘটনার ছবি তুলে তা সোশ্যাল মিডিয়াতে পোস্ট করে ফেমাস হতে বেশি পছন্দ করে, অভুক্ত শিশুকে দুটাকার খাবার চুরির অপরাধে গণপিটুনিতে আধমরা করে দেয়, রাস্তায় ভিখারির নোংরা কাপড় দেখে নাক সিঁটকে তার থেকে শতযোজন দূরত্ব বজায় রেখে চলে, পথে ঘাটে একা চলা মেয়েদের সুযোগ নেয়, নিজের বাবা মার দায়-দায়িত্ব পালন করতে যাদের চরম অনীহা, মনুষ্যেতর প্রাণীর জন্য তাদের এত ভালোবাসা কেমন যেন আদিখ্যেতাই মনে হয়। আবার এই ভালোবাসা যেহেতু সব প্রাণীর জন্য নয় তাই স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন এসেই যাই সত্যিই কি এটা মানবিকতা নাকি শুধুই দেবতার কোপে পড়ার ভয় থেকে সৃষ্টি হওয়া ভক্তি?

চন্দ্রকোণায় নেতাজি মেলার প্রচারপত্র নিয়ে বিতর্ক

চৌধুরী সামসু আলম

•চন্দ্রকোণা-১ ব্লকের কালিকাপুরে নেতাজির পদার্পন ঘটেছিল। তিনি ওই গ্রামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। সেই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য প্রতি বছর ২৩ থেকে ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত নেতাজির জন্মদিন উপলক্ষ্যে মেলা হয়ে আসছে। মেলাটি শুরু হয়েছিল বামফ্রন্ট জামানা থেকে। এই মেলায় বিভিন্ন সময় বহু শিক্ষাবিদ, রাজ্যসরকারের মন্ত্রী, আমলা, সংস্কৃতি জগতের প্রথিতযশা লোকজন এসেছেন। দোকান বসে। লোকজনের জমায়েত হয়। কেনাকাটা ও হয়। শিশুদের উপযোগী নাগরদোলা, ম্যাজিক শো ইত্যাদি হয়। এছাড়া মেলার নিজস্ব সাংস্কৃতিক মঞ্চ তো আছেই। এই মেলায় অর্থসংগ্রহ মূলত জনসাধারণের কাছ থেকেই হত। কিছু স্পনসরও ছিল। স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েতগুলির বদান্যতা ছিল। বর্তমানে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর মেলার পরিচালনার দায়িত্ব অনেকটাই সরকারিভাবেই পরিচালিত হচ্ছে।

এখন কথা হল, নেতাজির মত একজন মহান দেশপ্রেমিকের স্মৃতিতে মেলা শুরুর পূর্বে মেলা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে যে প্রচারপত্র প্রচার করা হয়েছে সেটা দেখে মনে হয় যারা এই প্রচারপত্র তৈরি করেছেন তাদের শিল্প-সংস্কৃতি এবং এই সংক্রান্ত ভাবনার যথেষ্ট ঘাটতি আছে। উদ্বোধক উত্তরা সিংহ হাজরার পরিচিতিতে লিখে দেওয়া হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাপরিষদ। কিন্তু কোনও পদের উল্লেখ নাই। এছাড়াও প্রচারপত্রে সৌমেন মহাপাত্রের পদ লেখা হয়েছে 'উন্নয়ন মন্ত্রী'। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এমন কোনও পদ আছে বলে আমাদের কারোর জানা নেই। এছাড়া কারা এই অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপক, কারা প্রচারক এই প্রচারপত্রে কোনও উল্লেখ নাই। সমস্ত বিষয়টাতে একটা দায়সারা ভাব ছত্রে ছত্রে পরিলক্ষিত হয়েছে।

একইভাবে আমরা লক্ষ্য করছি ইদানিংকালে এই সরকারের আমলে যত মেলা বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হচ্ছে সব ক্ষেত্রেই প্রকৃত যারা এসব নিয়ে ভাবনা করেন তাদেরকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মূল্য না দিয়ে সংস্কৃতিমনস্ক ও শিক্ষিত অংশকে এড়িয়ে এসব কাজকর্ম অনুষ্ঠানসূচি ও পরিচালনা করা হচ্ছে। সবজায়গায় আসছে শুধুই রাজনৈতিক কচকচানি আর অনুপ্রেরণার জয়গাথা। শুধু কি তাই, সোশ্যাল মিডিয়ার দৌলতে দেখা যাচ্ছে কোনও কোনও জায়গায় নেতাজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে মাল্যদান করতে গিয়ে অন্ধ ভক্তেরা রাজ্যের প্রথম সারির নেত্রীর বিরাট কাট আউটের পায়ের তলায় নেতাজির ছবি রেখে মাল্যদান করা হয়েছে। কেউ কেউ আবার নেতাজির মূর্তির হাতে দলীয় পতাকাও ধরিয়ে দিয়েছে। এসব দেখে মনে হয় আজ আমরা এই বাংলাকে কোন পঙ্কিলতার নর্দমায় নামিয়ে আনছি! ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে আমরা কি দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি! আমাদের আরও বেশি বেশি আত্মমূল্যায়ন করার সময় এসেছে। যার মধ্য দিয়ে আমাদের সন্তান সন্ততিরা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মরা সঠিকভাবে ও সঠিক লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

আন্তর্জাতিক পুরস্কার

প্রথম পাতার পর▶

গবেষণা ন্যানো প্রযুক্তির অগ্রগতিতেও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে বলে তাঁর দাবি।

নির্মাল্যবাবু বলেন, আলোক নির্ভর ন্যানো টেকনোলজিতেও এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে অনেক উন্নতমানের ব্যবহারিক বৈদ্যুতিন যন্ত্র তৈরি করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে পুরো বিষয়গুলিই গবেষণার পর্যায়ে রয়েছে। সরাসরি প্রয়োগের ক্ষেত্রে আরও কিছুটা সময় লাগবে।

কর্মসূত্রে নির্মাল্যবাবু বর্তমানে কল্যাণীতেই থাকেন। তবে সুযোগ পেলেই চলে আসেন দেশের বাড়ি। শৈশব এবং স্কুলজীবন ক্ষীরপাই শহরে কাটার জন্য ঘাটাল সব দিনই তাঁর কাছে স্মৃতি বিজড়িত আবেগের বিষয়। তাই সময় সুযোগ হলেই কিছু সময় কাটিয়ে যান দেশের বাড়িতে। তাছাড়া ঘাটালে তার বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যাও কম নয়। নির্মাল্যবাবুর মা রুচিরাদেবী বহুদিন আগেই পরলোকগমন করেছেন। তবে তাঁর বাবা শক্তিসাধন ঘোষ ক্ষীরপাইয়ের বাড়িতেই থাকেন। শক্তিসাধনবাবু ক্ষীরপাই উচ্চমাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি বলেন, আমি চাই আমার ছেলে আরও এগিয়ে যাক।

নির্মাল্যবাবুর এই আন্তর্জাতিক পুরস্কারের কথা জানতে পেরে উৎফুল্লতা চেপে রাখতে পারেননি স্ত্রী শাশ্বতী ঘোষ এবং পুত্র সোহম ঘোষও। আবেগ আপ্লুত হয়েছেন বিজ্ঞানীর পরিবার-পরিজন সহ ঘাটালের বাসিন্দারা। নির্মাল্যবাবুর এক কাকা মুক্তিপদ ঘোষ দাসপুর-২ ব্লকের সোনামুই হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনি বলেন, ছোটবেলা থেকে কুচাইয়ের(নির্মাল্যবাবুর ডাকনাম) পড়াশোনাই ছিল ধ্যান-জ্ঞান। আমরা চাই ওর পড়াশোনা, ওর আবিষ্কার সারা বিশ্বের মানুষের কাজে লাগুক। নির্মাল্যবাবুর বোন অনুমিতা ঘোষ বলেন, দাদার এই আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্তি আমাদেরকে অনেকটাই প্রেরণা জুগিয়েছে। আমরা ঘাটাল মহকুমা তথা রাজ্যের ছাত্রছাত্রীরা দাদাকে আইকন করে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা পাব।

ঘাটাল মহকুমার ওই গবেষকের সাফল্যে খুশির জোয়ারে ভাসল ক্ষীরপাইবাসীও। ২৪ জানুয়ারি ক্ষীরপাই পৌরসভার পক্ষ থেকে নির্মাল্য ঘোষকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ক্ষীরপাই পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের চেয়ারপার্সন দুর্গাশঙ্কর পান বলেন, আমি নির্মাল্যবাবুকে তার ছোট বেলা থেকেই চিনি। এক দিকে নির্মাল্যবাবু যেমন পড়াশোনায় ভালো ছিলেন তার পাশাপাশি উনি নিজে একজন ভালো ক্রিকেটার ছিলেন। তাই খেলার মাঠেই তাকে ওই দিন ক্ষীরপাইবাসীর পক্ষ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা দেওয়া হল। তিনি বলেন, আমাদের গর্বের গবেষককে সামনে থেকে সংবর্ধনা দিতে পেরে আমাদেরও খুব ভালো লাগছে।

ক্ষীরপাই শহরের বাসিন্দারা বলেন, এত বড় মাপের গবেষক হয়েও নির্মাল্যবাবুর মনে কোনও রকম অহঙ্কার নেই। মাঝে মাঝে যখন ক্ষীরপাই আসেন তখন সর্বস্তরের মানুষের সঙ্গেই সুন্দর ব্যবহার করেন। যে সমস্ত সহপাঠীরা বেশিদূর পড়াশোনা করতে পারেননি এই শহরে এসে তাঁদের সঙ্গেই স্কুল জীবনের মতো একাত্ম হয়ে সময় কাটান। তাই তাঁর এই আন্তর্জাতিক সম্মানপ্রাপ্তিটা যেন শহরবাসীরই সম্মান প্রাপ্তি হয়েছে।

ক্লাব অডিট রিন্যুয়াল ও রেজিস্ট্রেশন
ক্লাব, সোসাইটির অডিট রেজিস্ট্রেশন ও
রিন্যুয়াল দক্ষতার সঙ্গে করা হয়
বেঙ্গল ট্যাক্স সমাধান
কুশপাতা • ঘাটাল • পশ্চিম মেদিনীপুর
মো: ৯৯৩২৮৫১৫৯০/৯৭৩২৫১৯৭১৭

ভেলোর সি.এম.সিতে স্বাস্থ্য সাথী কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসার খুঁটিনাটি

মনসারাম কর

•মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্প নিয়ে চর্চা এখন গোটা রাজ্যে। বলাবাহুল্য কার্ড পেতে লাইনে দাঁড়িয়ে গোটা রাজ্যের মানুষ। লাইনে দাঁড়িয়ে কার্ড করিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও। নবান্নের ঘোষণা অনুযায়ী ভেলোরের সি.এম.সিতে কার্ডের মাধ্যমে বিনা খরচে জটিল রোগের চিকিৎসা শুরু হয়েছে। তবে শুধু কার্ড থাকলেই হবে না, থাকতে হয়ে পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য বিভাগের অনলাইন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ও ছাড়পত্র।

সি.এম.সি'র ওপিডি বিভাগের জি-১১ কাউন্টারে খোলা হয়েছে একটি স্বাস্থ্য সাথী ডেস্ক। এই ডেস্কে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করা যায়, তবে যারা কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা করাতে যাচ্ছেন তারা যদি আগে থেকেই অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন সম্পূর্ণ করে রাখেন তবে সেখানে ঘন্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অযথা দুর্ভোগ সইতে হবে না। স্বাস্থ্য সাথী ওয়েবসাইটে 'রেজিস্ট্রেশন ফর ভেলোর সি.এম.সি' অপশানে গিয়ে যে কোনও অনলাইন সেন্টার থেকে সহজেই এই রেজিস্ট্রেশন করা যায়। ডাক্তারের অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও খরচের এস্টিমেট কপি নেওয়ার পর অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন সফল হলে রাজ্য স্বাস্থ্য সমিতি থেকে একটি রেজিস্ট্রেশন নাম্বার পাওয়া যাবে যা মোবাইলে মেসেজ বক্সে আসবে। আবেদনের এক-দু দিনের মধ্যে এই নম্বর পাওয়া যাবে। তারপর সি.এম.সির ওপিডি বিভাগের জি-১১ কাউন্টারে তা দেখাতে হবে। সেখানে রেজিস্ট্রেশন নাম্বার, কার্ড এবং রোগীর ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে আরও একটি অফিসিয়াল প্রক্রিয়া রয়েছে। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে তবেই মিলবে বিনা খরচে জটিল রোগের চিকিৎসা। তবে প্রক্রিয়ার বেশ কিছু সরলীকরণ চান ঘাটাল ও রাজ্যে বিভিন্ন জেলা থেকে যাওয়া রোগী ও তার পরিবার। চিকিৎসা করতে যাওয়া অনেকের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সমস্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে দিনের পর দিন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে, কাউন্টারে প্রয়োজনীয় স্টাফ নেই, বিষয়টিকে আরও সরলীকরণ করলে তবেই দুর্ভোগ কমবে।

ঘাটালে ৮০০ ফুটের জাতীয় পতাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঘাটাল মহকুমায় সর্বকালীন বৃহত্তম জাতীয় পতাকা দিয়ে ৭২ তম প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল নারায়ণপুর উত্তরপাড়া মিলন সংঘ ক্লাব। ওই ক্লাবটি ঘাটাল ব্লকের দেওয়ানচক-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় রয়েছে। ওই ক্লাবের পক্ষ থেকে এবছর ৭২ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে ২৪০মিটার তথা প্রায় ৮০০ ফুটের বেশি লম্বা একটি জাতীয় পতাকা নিয়ে ঘাটাল মহকুমা জুড়ে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ অতিক্রান্ত করে বলে জানা গিয়েছে। পতাকাটির ভিডিও দেখতে চাইলে পাশের কোডে স্ক্যান করতে পারেন।

ব্যাঙ্কের কর্মীর পরিচয় দিয়ে ফোনে টাকা হাতানোর চেষ্টা

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঘাটাল মহকুমায় ব্যাঙ্কের কর্মীর পরিচয় দিয়ে মানুষকে ফোন করে টাকা হাতানোর চক্র দিনদিন অতি সক্রিয় হয়ে উঠছে। গত সপ্তাহে ঘাটালে স্টেট ব্যাঙ্ক, পাঞ্জাব ব্যাঙ্ক সহ একাধিক ব্যাঙ্কের নাম করে বেশকিছু ভুয়ো ফোন করে টাকা হাতানোর চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘাটালের কুশপাতায় একটি বেসরকারি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের কর্মী নিয়তি ঘোষ অভিযোগ করে বলেন, ব্যাঙ্কের স্টাফের পরিচয় দিয়ে একজন আমাকে ফোন করে বলেন, আপনার ফোনে চার সংখ্যার একটি ওটিপি গেছে, ওই নাম্বারটি বলুন, নইলে আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যাবে। প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। আমি সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্কে যাই। ব্যাঙ্কে গিয়ে দেখি তখন আমার মত অভিযোগ নিয়ে আরও কয়েকজন জমায়েত হয়েছেন। ব্যাঙ্ক থেকে সাবধান করে বলা হয় এধরনের ফোন এলে কোনও তথ্য যেন না দেওয়া হয়। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ জানায়, ব্যাঙ্ক থেকে গ্রাহককে কখনই এধরনের ফোন করা হয় না। সাইবার ক্রাইমের প্রতারক চক্রের দুষ্কৃতীরা এইভাবে যদি কারও কাছে এটিএম কার্ডের নাম্বার, পিন নাম্বার, আধার নাম্বার বা ওটিপি চায় তা যেন না দেওয়া হয়।

ঘাটালে 'আপনার দুয়ারে লন্ড্রি'

নিজস্ব সংবাদদাতা: ঘাটাল শহরের প্রত্যেক বাড়ির দোরগড়ায় হাজির এবার লন্ড্রি! না, এটা কোনও সরকারি প্রকল্প নয়। ঘাটাল শহরের কয়েকজন যুবক মিলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে জামা-কাপড়, জুতো-ব্যাগ সহ বাড়ির বিভিন্ন নোংরা বা ছেঁড়া জিনিসপত্র সংগ্রহ করে লন্ড্রিতে তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বা সারাই করে আবার পুনরায় বাড়িতে গিয়ে হোম ডেলিভারি দিতে 'লন্ড্রি ব্যাগ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান করেছেন। ওই প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার অভিষেক মাল বলেন, বর্তমানে এই অনলাইন ও অ্যাপের যুগে মানুষ বাড়িতে বসেই সবকিছু হাতের নাগালে পেয়ে যাচ্ছেন। তাই সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা লন্ড্রি সিস্টেমটাকেও এই অনলাইন হোম ডেলিভারির আওতায় এনেছি অল্প খরচে। এখন জামা-কাপড়-শাড়ি, পোশাক, জুতো, ব্যাগ, ব্ল্যাঙ্কেট, বেডশিট, টেডিবিয়ার, মশারি ইত্যাদি হাউসহোল্ড পরিষ্কার ও ইস্ত্রি অথবা সারানোর জন্য দোকানে গিয়ে লাইনে দাঁড়ানোর যুগ শেষ। গুগল প্লে স্টোর থেকে আমাদের 'LaundryBag' অ্যাপ ইন্সটল করে ওই অ্যাপের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিলেই আমরা সেই বাড়ি থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ করে পরিষ্কারের পর আবার বাড়িতেই পৌঁছে দেব। অ্যাপ ছাড়াও www.laundry-bag.in এই ওয়েবসাইট সার্চ করলে অথবা ৯৬৭৯৮২৩৫৩৪ নাম্বারে কল বা হোয়াটসঅ্যাপ করলেও লন্ড্রি পৌঁছে যাবে আপনার দুয়ারে।

ড্রাইভার চাই

গান্ধী মিশনের জন্য বিশ্বস্ত ড্রাইভার প্রয়োজন। ইচ্ছুক ব্যক্তি লাইসেন্স সহ সত্বর যোগাযোগ করুন। বিস্তারিত জানার জন্য নিচের নাম্বারগুলিতে কল করুন– ৯৪৩৪০১৫৩৫৬/৯৯৩৩৫৩৪৭৫৩

বাড়ি খুঁজছেন ?

কোচিং ক্লাস / প্রাইভেট টিউশান পড়ানো বা নাচ-গান-আবৃত্তি, কম্পিউটার বা আঁকা শেখানোর জন্য ঘাটাল শহরের আলামগঞ্জে ১৬০০ স্কোয়ার ফুট প্রশস্থ ঘর আছে। যোগাযোগ: ৭৮৭২৪৩৯৪৪৯/৭০৩১৫২৪৫৪৩

নাম-পদবি পরিবর্তন

আমি শ্রী পলাশ ঘোষ, পিতা মৃত দিলীপ ঘোষ, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- ভুতা, থানা- দাসপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর হইতেছি। আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশত PALAAH GHOSH, পিতা- RINA GHOSH হয়ে গেছে। ৭ই জানুয়ারি ২০২১ তারিখে ঘাটাল কোর্টে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট 221 নম্বর এফিডেভিট মূলে ভুল সংশোধন করে PALASH GHOSH, পিতা- LATE DILIP GHOSH করা হইল।

খাঁটি পেট্রল-ডিজেল, খাঁটি মান, রাধারাণী পেট্রোলিয়াম
ইন্ডিয়ান অয়েলের নতুন পেট্রল পাম্প এখন দাসপুরের
জগন্নাথপুরে
RADHARANI PETROLEUM
Mobile: 9734687670 ♦ 9002665910 9932339130 ♦ 9620196162
IndianOil
জগন্নাথপুর (ঘাটাল-পাঁশকুড়া সড়কের পাশে) • দাসপুর • পশ্চিম মেদিনীপুর

ঘাটালে সর্ব প্রথম
4-D USG
এখানে প্রাক প্রসব লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় না
গর্ভস্থ বাচ্চার 4-D রঙিন ছবি নিজেই দেখুন
অত্যাধুনিক মেশিনে ইকো কার্ডিওগ্রাফি সহ সমস্ত ধরনের USG করা হয়
GFC Hospital
কুশপাতা • ঘাটাল • পশ্চিম মেদিনীপুর
হেল্পলাইন:০৩২২৫২৪৪৪০০★৯৪৩৪১৩৮২৫★০৩২২৫২৪৪৬৪৩

মার্বেলের মূর্তির জন্য
গণেশ আর্ট গ্যালারি
—প্রো: গণেশ ঘোড়ই
ভাস্কর্য শিল্পের বৈচিত্র্যতায় এক অনবদ্য প্রতিষ্ঠান
মার্বেলের মূর্তি - প্রতিমূর্তি ফটো অনুযায়ী নিপুণভাবে দক্ষতার সঙ্গে গড়ে দেওয়া হয়
মো:৮৫৮৩৮৩৬১৪৫/WA:৯৮৩১৯১৫০৪৬
সোনামুই (ঘাটাল-পাঁশকুড়া রোডের পাশে) • পশ্চিম মেদিনীপুর

সোহন জুয়েলার্স
হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাইকারী ও খুচরো বিক্রেতা।
প্রোঃ- সুভাষ পাল ✷ Mob: 8670838698
বিঃদ্রঃ- সমস্ত রকম রূপার গহনা সামগ্রী পাওয়া যায়।
কোন্নগর (এস.ডি.ও অফিসের সন্নিকটে), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক তৃপ্তি পাল কর্মকার কর্তৃক দুবরাজপুর, ডাক: ডিহিরামনগর, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২১২ হইতে প্রকাশিত এবং মা কালী অফসেট প্রেস, কোন্নগর, ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে মুদ্রিত
•সম্পাদক: তৃপ্তি পাল কর্মকার •প্রধান কার্যালয় 'জি.এফ.সি' বিল্ডিং; কুশপাতা; ডাক: ঘাটাল; পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১২১২ •সহ-সম্পাদক: রবীন্দ্র কর্মকার